



উপদেশ -- 02-03-2023

কোনো ঈশ্বর কোটকি সদ্ধি পুরুষ এর কাছ থেকে প্রকৃত সাধন মুখী দীক্ষা নতি
গলে নম্নিমুখী চারটি যোগ্যতার প্রয়োজন আছে। যথা :

১. যার মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ব্রহ্ম জ্ঞানে ব্রাহ্মীস্থিতি
অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল, খারাপ-ভালো, সুস্থ - অসুস্থ, সুখ - দুঃখ বা যেকোনো
পরিস্থিতিতে এই মূল লক্ষ্য চ্যুত হন না, তাকে স্থির লক্ষ্য বলে। যিনি এরকম
নজিরে জীবনের এই ব্রহ্ম জ্ঞানে ব্রাহ্মীস্থিতি লক্ষ্যকে স্থির করতে সমর্থ
হয়ছে এটি তার প্রথম যোগ্যতা।

২. নজিরে সাংসারিক স্বার্থের চয়েও অন্য জীবাত্মা বা অন্য ব্যাক্তির কল্যান
চিন্তা করা। অর্থাৎ যার অন্তরে সর্বদা লোকে প্রকৃত ঈশ্বর লাভ, মুক্তিলাভ,
আত্মজ্ঞান লাভ নিয়ে সতত চিন্তা থাকে। সেইরকম ব্যাক্তিবকে লোক
কল্যাণকারী ব্যাক্তি বলা হয়। ইহাই দ্বিতীয় যোগ্যতা।

৩. যিনি সদা সর্বদা প্রতিক্ষনে নজিরে মন - চরিত্র - বুদ্ধি - বাক্য - শারীরিক
আচরণকে নতিয় - অনতিয় ববিকে বচারের দ্বারা যম নয়মে প্রতষ্টিতি হয়ে ধর্ম
পথে প্রতষ্টিতি হতে পারে। ইহাই তৃতীয় যোগ্যতা।

৪. গুরুর উপর নরিভরশীল, গুরুভক্তি যুক্ত এবং গুরু সবো পরায়ণ। ইহাই চতুর্থ
যোগ্যতা।

উপরোক্ত এই চার প্রকার ব্যাক্তিত্ব যনিমিন - বুদ্ধি - বচিার - শরীর ও চরিত্রিযে যোগ্যতা অর্জন করনে তিনি একমাত্র ঈশ্বর কটকি সদিধ পুরুষে সুযোগ্য বা সমর্থ সৎ শষিয হবার যোগ্যতা লাভ করে।

তাই যদি কটে বাস্তবকি জীবনে এই উপরোক্ত চারটি যোগ্যতা, বদোন্ত শকিষা এবং আচরণে দ্বারা নজিযে ব্যাক্তিত্বকে সমর্থবান করতে পারে, তিনি অবশই ঈশ্বর কটকি মহাপুরুষে নকিট হইতে পরম বদিযা প্রাপ্তি অবশই যোগ্যতা লাভ করে।

84 লক্ষ যোনী নরিণয়

1. 1 লক্ষ বার সুক্ষ জীবাণু রূপে জন্ম হয়।
2. 10 লক্ষ বার কৃমি, কীট, কট্টো, কনেনো অনকে রকম পোকা মাকড় রূপে জন্ম হয়।
3. 20 লক্ষ বার নানা বৃক্ষ রূপে জন্ম হয়।
4. 9 লক্ষ বার জলজ বিভিন্ন প্রাণী রূপে জন্ম হয়।
5. 30 লক্ষ বার বিভিন্ন রকম পশু কুলে জন্ম হয়।
6. 10 লক্ষ বার নানাবদি পক্ষী যোনী রূপে জন্ম হয়।
7. 4 লক্ষ বার গাভী এবং ক্রমান্বয়ে উন্নত বানর যোনী ও আদমি মানুষ প্রাপ্ত হয়।

এই মোট 84 লক্ষ জীবনযাত্রা করার পর দুর্লভ মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয়। এই মনুষ্য জন্মে 10 লক্ষ বৎসর প্রাকৃতিকি ববির্তনের পর কোনো মনুষ্য কদাপি ধর্ম পথে যাত্রা শুরু করে এবং পরম মুক্তি প্রাপ্ত হয়। 10 লক্ষ মনুষ্য শরীরে প্রাকৃতিকি ববির্তনের পর তবই কটে বদোন্ত আলোচনা বা ধর্ম পথে চলতিে সমর্থ হয়।

ব্রহ্মবদিযা কি ?

- যবে বদিযার সাধনায় আত্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান এবং পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় সেই বদিযা কে ব্রহ্ম বদিযা বলে হয়।

ব্রহ্ম বদিযা অতীব গুহ্য এবং গুরু মুখী বদিযা। ইহা বদে, বদোঙ, বদোন্ত, গীতা, পুরান কোনো শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ হয় না। ইহা একমাত্রই সৎ শষিয যোগ্যতা অর্জনের দ্বারা ভগবানের আদেশে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য কোনো উপায়ে ইহা লাভ করা যায় না।

সৎ শষিয কাকে বলে ?

- যার জীবনের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, যনি লোক কল্যাণকর কর্ম ও চিন্তায় যুক্ত থাকনে, যনি নিত্য - অনতিয বচিারের দ্বারা যম নয়িম রূপি ধর্মে প্রতষ্টিতি এবং যনি গুরু ভক্ত, গুরু সবো পরায়ন এবং গুরুর ওপর নরিভরশীল এবং গুরুর আদেশে মান্যকারী শষিয কে সৎ শষিয বলে।

সদগুরু কাকে বলে ?

- যনি আত্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বদেযে জ্ঞান

কান্ড অনুসারে 'ব্রহ্মজানাতী ব্রাহ্মণ'

অবস্থায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করছেন তিনি সদগুরু ।

ব্রত কাকবে বলে ?

উত্তর:-

যে কর্ম বা ক্রিয়া এর ফলে একাগ্রশক্তি, সম্পূর্ণতারশক্তি, নরিজরারশক্তি, সাধন শক্তি, মনো শক্তি, ধর্যশক্তি, সহ্যশক্তি, মনোশক্তি, বুদ্ধি-বিবিকে দীপ্তমিান হয় তাকেই ব্রত বলে ।

শাস্ত্রেরে বহু প্রকার ব্রতেরে কথা লেখা আছে , তারমধ্যে সদিধি অনুসারে

কর্মকান্ডেরে (কামনা পূরণেরে)

জন্মেরে :-" সকাম ব্রত"

আর জ্ঞান কাণ্ডেরে (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা মোক্ষেরে) জন্মেরে :-" নষিকাম ব্রত"

এই " নষিকাম ব্রত" বা " সকাম ব্রত" এর দুটো ভাগ আছে :-

1. খণ্ডতি ব্রত (যাহা সম্পূর্ণ করা যাই নী, যে কোনো কারণেই ভঙ্গ বা বধিন হয়ছে -পূর্ণ হয় নী)

2. অখণ্ড ব্রত (যতই বাধা আসুক বা হাজার বধিন সত্ত্ববেও ব্রত সম্পূর্ণ করা হয়ছে)

যে কোনো ক্ষেত্রেই "খণ্ডতি ব্রত " অশুভ ফলদাতা হয় আর "অখণ্ড ব্রত"

সদিধিদা হয় ।

তাই এখানে আমরা "খণ্ডতি ব্রত " নয়ে আলোচনা করবো না -কারণ ওটা অসম্পূর্ণ , তাই এখানে আমরা শুধু সকাম বা নষিকাম ভেদে "অখণ্ড ব্রত" নয়েই আলোচনা করবো ।

.ব্রত কত প্রকার কিকি ?

উত্তর:-

" সকাম ব্রত":- আমাদের নজিদেরে ইহ জীবনেরে নানা সমস্যা এর সমাধানেরে জন্মেরে শাস্ত্রেরে কর্মকান্ডেরে অন্তরগত বহু ব্রতেরে বধিন আছে -যে গুলো সঠিক শাস্ত্রানুসারে নিয়ম করে করলে অবশই সেই কামনা পূর্তি বা সমস্যা সমাধান হয় । যমেন :- দূর্গা ব্রত, কালী ব্রত , বপিদতারিনী ব্রত , ধর্মরাজ ব্রত , সন্তোষীমাতা ব্রত , শবিচতুর্দশী ব্রত ইত্যাদি বহু প্রকারেরে ব্রত আছে ।

" নষিকাম ব্রত":- আমাদের নজিদেরে মোক্ষ বা ঈশ্বর লাভেরে পথেরে সাধন জীবনেরে নানা সমস্যা এর সমাধানেরে জন্মেরে শাস্ত্রেরে জ্ঞানকান্ডেরে অন্তরগত বহু ব্রতেরে বধিন আছে -যে গুলো সঠিক শাস্ত্রানুসারে নিয়ম করে করলে অবশই সেই মোক্ষ বা ঈশ্বর লাভেরে পথেরে সাধন জীবনেরে নানা সমস্যা এর অবশ্যই সমাধান হয় । যমেন:- পক্ষা ব্রত , চন্দ্রায়ণ ব্রত , পক্ষী ব্রত , মাধুকরী ব্রত , আসন ব্রত , জপ ব্রত , পুনশ্চরণ ব্রত ইত্যাদি বহু প্রকারেরে ব্রত আছে ।

তবে " সকাম ব্রত" এর শক্তি আমাদের সমাজ সংসারেরে বহুজনেরে কাছ থেকেই পাওয়া যায় কনিতু "নষিকাম ব্রত" এর শক্তি একমাত্র শাস্ত্র ও গুরুমুখী ।

গুরু নন্দা মহাপাপ

শাস্ত্রেরে কথা :-

1."গুরুনন্দা মহাপাপম, গুরুনন্দা মহাভয়, গুরুনন্দা মহাদুঃখ, তস্য পাতকম ন

পরম".... স্কন্দপুরাণে

অনুবাদ:- গুরুনন্দা মহাপাপ, গুরুনন্দা বড় ভয়, গুরুনন্দা বড় দুঃখ, এর চেয়ে বড় পাপ আর নাই।

২. নন্দাংগুরু শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা

ততঃ নাপতৈযিঃ সো পি যাত্যধঃ সুকৃতাং চ্যুতঃ ॥শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৪/১৭)
অনুবাদ:- “ গুরুর নন্দা শোনা মাত্রই কটে যদি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ না করে, তাহলে তিনি সাধনমার্গ থেকে অধঃপততি হন। ”

৩. কর্ণটো পথায় নরিয়াদ যদকল্প ঈশে ধর্মাবতিষ্ম্রণভিনিভরিস্যমানো ।
ছিন্দিয়াং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে জ্জহিবামস্নপতিতঃ বসিজ্ঞে স ধর্মঃ ॥

... শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৭৪/৪০)

অনুবাদ:- “ যদি কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে গুরুর বা ধর্মের / ঈশ্বর এবং ভগবানের ভক্তের নন্দা করতে শোনা যায়, তাহলে যে কোন ব্যক্তির কান বন্ধ করে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত এবং পৃথিবী উলট-পালট হলেও কখনো সেই নন্দিকের মুখ দর্শন করা উচিত নয়।

শিষ্যের আচরণ

প্রশ্ন:- বদোন্ত শাস্ত্র মতে শিষ্যের কায়-মন-বাক্যে গুরুর প্রতি কী রকম ব্যবহার হওয়া উচিত ?

উঃ- বদোন্ত শাস্ত্র অনুসারে গুরুর প্রতি শিষ্যের কায় - মন - বাক্যে কমপক্ষে নমিনলখিতি ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যিক - কারণ প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শাস্ত্র মর্যাদা মনে চলা উচিত । যথা :-

(১) গুরুর নকিটে কখনো খালি হাতে যাওয়া নিষিদ্ধ। কমপক্ষে একটি ফুল নিয়ে প্রণাম করা উচিত।

খালি হাতে প্রণাম করা উচিত না এবং যাওয়াও উচিত নয় ।

(২) অপরগ্রহ পালনকারী গুরুর নকিটে অর্থ দিয়ে প্রণাম করা উচিত নয় ।

(৩) গুরুর চোখে চোখ রেখে কথা বলা উচিত নিষিদ্ধ , মাথা নত করিয়া বনিম্র ভাবে গুরুর হইতে নচি আসনে বসিয়া কথা বলা উচিত।

(৪) গুরুর সোজাসুজি বা মুখোমুখি বসা উচিত নয়। উভয়পাশের মধ্যে কোনো এক পাশে বনিম্র ভাবে অবস্থান করা উচিত।

(৫) গুরুর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত নয়।

(৬) গুরুর সামনে শারীরিক - মানসিক - বাক্যের বল দেখানো উচিত নয়।

(৭) গুরুর সমতুল্য আসনে বসা উচিত নয়।

(৮) গুরুর সম্মুখে জড়ো- জগতের কামনা - বাসনার কথা বলা উচিত নয়।

(৯) গুরুর সম্মুখে কোনো প্রশ্ন করতে হলেও তাঁর বনিম্র অনুমতি নিয়ে তবেই প্রশ্ন করা উচিত।

(১০) গুরুর চরণে কখনো তুলসী পাতা দিয়ে প্রণাম করা উচিত নয়।

(১১) কখনো কোনো পরিস্থিতিতে গুরুর সাথে তর্ক করা উচিত নয়।

(১২) দীক্ষা বা পূজা পার্বনে গুরুকে দক্ষিণা দেওয়া উচিত। সেই দক্ষিণা হলো ফুল এবং হরতকি।

(১৩) গুরুর অনুমতি ব্যতীত গুরুকে এবং গুরুর পরিবার কে অন্ন - বস্ত্র - অর্থ দেওয়া নিষিদ্ধ।

(১৪) গুরুর সেবা বা অন্য কিছু করিতে হলেও গুরুর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ।

(১৫) গুরুকে সর্বদা গুরুদেবে বলিয়া সম্বোধন করা উচিত।

(১৬) গুরুর কাছে কখনো ঋণ অথবা অর্থ সাহায্য চাওয়া উচিত নয়।

(১৭) গুরুর কাছে একমাত্র আদেশ - করুণা - কৃপা - পথপ্রদর্শক এবং গুরুর প্রসাদ ইহা

ব্যাততি কোনো প্রকার জড়ো বস্তুর কোনো কামনা বা চাওয়া নষিদ্ধ।

(১৮) একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে গুরু যদিকোনো জড়ো বস্তু আদেশে দিয়া প্রদান করনে তবই গুরুর আদেশে পালনার্থে সেই বস্তু বনিম্র ভাবেগ্রহণ করা উচতি।

(১৯) গুরুর নমিত্তিতে যেকোনো কর্ম গুরুর অনুমতি ব্যাততি করা উচতি নয়।

(২০) গুরুর বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে পত্রের মাধ্যমে বা যেকোনো মাধ্যমে গুরুর অনুমতিনিয়ে যাওয়া উচতি।

(২১) গুরুর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলিও সটী অত্থন্ত বনিম্র ভাবে চাওয়া উচতি।

(২২) গুরুর আদেশে সমাপ্ত হওয়া মাত্র বনি প্রশ্নে , বনি সময়ের অপব্যয়ে, সঙ্গে সঙ্গেই সেই আদেশে টি পূর্ণ রূপে পালন করা উচতি।

(২৩) গুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করা উচতি নয়।

(২৪) গুরুর সামনে অর্থ - রূপ - বহির্জগতের কোনো পদ গুন্ - অহংকার দেখানো উচতি নয়।

(২৫) নিজের কর্মের অথবা নিজের গুনের প্রশংসা নিজমুখে গুরুর সামনে কখনো বলা উচতি নয়।

(২৬) গুরুর সামনে অতি উচ্চস্বরে হাসা নষিদ্ধ।

(২৭) গুরু যদিকাকোকে দান করতে আদেশে করনে সঙ্গে সঙ্গে গুরুর সামনে কৃপণতা বা যুক্তি দেখানো উচতি নয়।

(২৮) গুরু যদিকোনো জায়গা যেতে আদেশে করনে বনি তর্কে সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশে পালন করা আবশ্যক।

(২৯) গুরুর বাহ্যিক পোশাক - পরিচ্ছদ, গুরুর আচার - আচরণ, গুরুর আহার -নিদ্রা, গুরুর কর্ম , গুরুর বাক্য - ব্যবহার কখনো শষিষের বিচার করা উচতি নয়।

(৩০) গুরুর প্রতিসন্দেহে সেকেন্ডের জন্মেও করা কখনোই উচতি নয়।

(৩১) গুরুর উপর কোনো কারণে অভিমান - ক্রোধ -বিকৃত বা বিরত হওয়া কখনো উচতি নয়।

(৩২) গুরু ব্যাক্তি বিশেষে হলও গুরুর আত্মস্বরূপকে পরমাত্মাস্বরূপ জ্ঞান করা উচতি।

(৩৩) গুরুর বাক্যকে ব্রহ্মবাক্য জ্ঞান করা উচতি।

(৩৪) গুরুর প্রতি হিংসা, প্রশ্রীকাতর করা নষিদ্ধ।

(৩৫) গুরুর সামনে কখনোই কোনো পরিস্থিতিতে অসত্য বচন বলবে না।

(৩৬) গুরু নিন্দা করা উচতি নয়।

(৩৭) গুরু নিন্দার স্থান ত্যাগ করবিএ এবং গুরু নিন্দাকারী ব্যাক্তিকেও ত্যাগ করা উচতি।

(৩৮) সব ভুল ক্ষমা যোগ্য হলও গুরু নিন্দাকারী ব্যাক্তির অপরাধ ক্ষমা যোগ্য নয়।

(৩৯) গুরুর প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা , ভক্তি , নষিকামপ্রীতি , শালীনতা , বনিম্রতা সর্বদা থাকা উচতি।

(৪০) যদি নিজেরে রূঢ় স্বভাব থাকে তাহা কোনো কারণেই গুরুর সামনে প্রদর্শন করা উচতি নয়।

(৪১) গুরুকে কখনও পাপ পথের উপার্জতি অর্থের দ্বারা ক্রয় করিয়া কোনো দ্রব্য কখনও প্রদান করা উচতি নয়।

(৪২) গুরুর কাছে সদা শিক্ষা - জ্ঞান - উপদেশে প্রাপ্তির মনোভাবই যাওয়া উচতি।

(৪৩) গুরুর সামনে নিজেকে বালকবৎ জ্ঞান করবিএ।

(৪৪) গুরুর সামনে জড়ো -জাগতকি কোনো সমস্যা, পরামর্শ বা উপদেশে প্রার্থনা করলিও - গুরু তাঁর নিজেরে শক্তি বলে জড়ো -জাগতকি সমস্যার সমাধান করিয়া দলি ভালো হয় এইরকম চিন্তা ভাবনা আনাও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কাজ বলে গণ্য করা হয়।

ইত্যাদি প্রকারের আরও বহুবধি আচরণ বধি শাস্ত্রে আছে। উপরোক্ত বা আরও শাস্ত্রোক্ত আচরণের উপযুক্ত হল তবই দীক্ষা প্রার্থনা করা উচতি।

